বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
Bangladesh Economic Association
৪/সি, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা ঢাকা-১০০০।

তারিখ: ১৭/০২/২০২৫

সভাপতির বক্তব্য

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সাংবাদিকমণ্ডলী, এডহক কমিটির কর্মকর্তা, সুধীজন আস্সালামু আলাইকুম।

আমরা ২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে একটি সংবাদ সম্মেলন করেছিলাম। সেখানে সমিতির সংস্কার কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এটা নতুন করে আর পুনরাবৃত্তি করবো না। ঐ বক্তব্যের কপি আমাদের কাছে, যে কেউ চাইলে সংগ্রহ করতে পারবেন। আমি আজকের সংবাদ সম্মেলনের আলোকে কিছু কথা বলে শেষ করবো।

আপনারা জানেন, স্বৈরশাসন আমলে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির অফিসকে আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয় বানানো হয়েছিল। এই সমিতির নির্বাহী কমিটি প্রহসনের নির্বাচন করে ১৬ বছর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। এই নির্বাহী কমিটির ড. আবুল বারকাত-ড. খলীকুজ্জামান-ড. আইনুল ইসলাম-ড. জামালউদ্দীন-হান্নানা বেগম চক্র বিভিন্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রবিধি কমিটির চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক থাকাকালে খেলাপী ঋণ দিয়ে ব্যাংক খাত ধ্বংস করা, বিদেশে টাকা পাচারে সহযোগিতা করে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে দেউলিয়া করা, শরিয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংকের মালিকানা পরিবর্তন করে এই ব্যাংকগুলোকে নিঃশেষ করার মতো কর্মকাণ্ড করেছে। গণ-আন্দোলন চলাকালে ৩ আগস্ট ২০২৪ তারিখে এই নির্বাহী কমিটি খুনি শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে গণহত্যার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং তাকে মদদ দেয়। তাদের এই জঘন্য কর্মকাণ্ডে সমিতির বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাথে মাঠে থাকা সদস্যরা জ্বলে ওঠে। জুলাই-আগস্ট গণ-আন্দোলনের মহান শহীদদের রক্তের সাথে অর্থনীতি সমিতির দুর্বৃত্তদের এই চরম বেঈমানী সমিতির বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাথে থাকা সদস্যদের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তারা সমিতির দুর্বৃত্তায়নকারী চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন শুরু করে। ৫ আগস্ট ২০২৪ খ্রি. তারিখে শেখ হাসিনা পালিয়ে যাবার পরে তারা আত্মগোপনে চলে যায়। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে সমিতির কার্যালয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সমিতির সদস্যদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫৫ সদস্যের উপস্থিতিতে সমিতির স্বৈরশাসন আমলের কমিটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সমিতির সকল দায়দায়িত্ব বুঝে নেয়, সংস্কারের কাজ শুরু করে এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। ২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। আত্মগোপনে থাকা কমিটি টাকার বিনিময়ে এডহক কমিটির বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে। ৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে অর্থের বিনিময়ে বিএনপির একজন নেতার নাম ব্যবহার করে কিছু ছাত্রলীগ ক্যাডারকে নিয়ে তারা সমিতির অফিসে আকস্মিকভাবে হানা দেয়। এডহক কমিটির পূর্বনির্ধারিত সভায় বাধা দেয় এবং অস্ত্রের মুখে সমিতির চাবি ছিনিয়ে নেয়। তারা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে ১০ জন কট্টর আওয়ামী লীগপন্থী, একজন আবুল বারকাতের নিকট-আত্মীয়, একজন র-এর এজেন্ট এবং চারজন স্বৈরশাসন আমলের নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করে যারা পরিপূর্ণভাবে স্বৈরশাসন এবং খুনী শেখ হাসিনার দোসর। নিঃসন্দেহে এরা দেশ এবং জাতির শত্রু। এডহক কমিটি গঠনের তিন মাস পরে এই কমিটি গঠন করা হয়, যা সম্পূর্ণ অবৈধ।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এডহক কমিটি সমিতির বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় সদস্যদের সাথে নিয়ে সমিতির অফিস দখলমুক্ত করেছে। অফিস দখলমুক্ত করতে আমাদের সাথে এগিয়ে এসেছে একদল দেশপ্রেমিক তরুণ। আমি এই তরুণদের শতবার সালাম জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অন্তর থেকে।

পরিশেষে, বাংলাদেশকে যারা জঙ্গীবাদী দেশ বানাতে কাজ করেছেন, অর্থনীতিকে যারা মৌলবাদের অর্থনীতি হিসেবে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, বাংলাদেশে কোনো জঙ্গীবাদ নেই। কোনো দিন ছিল না। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেই কোনো মৌলবাদ, বাংলাদেশ এখন থেকে হবে পৃথিবীর জন্য অনুসরণীয় কল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

প্রফেসর ড. মোঃ আজিজুর রহমান
সভাপতি, এডহক কমিটি
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ঢাকা।